দৈনিক ইনকিলাব

43

তারিখ AUG. 4 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

কলারোয়ায় এনজিও পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে দূর্নীতি ও ঘাপলাবাজির অভিযোগ

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলারোয়ায় এনজিও পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে সীমাহীন দুর্নীতি ও গাপলাবাজির অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা ৪৫টি, সেতু ৭৫টি, সিবাস ৪৫টি, সাগর আকা ৪৫টি, আইএসডিও ৪৫টি, লাইফ এসোসিয়েশন ৪৫টি, সমাজসেবা সংস্থা ৩০টি, ব্রাক ১৫টি এবং উন্নয়ন ৪৫টি, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের ১১৭০০ জনকে ১ ফেব্রুয়ারী '৯৯ থেকে শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু করে। তবে অধিকাংশ শিক্ষাদান কাজ খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ। খাতা-কলমে প্রত্যেক কেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থীর নাম লেখা আছে। কিন্তু বাস্তবে ৮০ ভাগ কেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থীর স্থলে ৭/৮ জনের বেশী হাজিরা দেখা যায় না। সেতুর নাথপুর সাগর আকার সোনাবাড়ীয়া ও বলিয়ানপুর লাইফ এসোসিয়েশনের ঠাকুরবাড়ী সাসের রঘুনাথপুর আইএসডিও-এর শাকদা গ্রামের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে এ অবস্থা দেখা গেছে। এসব কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, প্রথম মাস হাজিরা ভাল ছিল। এরপর থেকে কেন্দ্রে হাজিরা খুব কমে গেছে। কেউ পরিদর্শনে আসলে সেইদিন পাড়ার লোকজন ডেকে কেন্দ্রে বসানো হয়। অনেকে ইনকিলাবকে জানায়, যারা অনেক আগে প্রাইমারী স্কুলে পড়েছে, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে তাদের নাম লেখা আছে, উপরস্থ কেউ আসলে এদের ডেকে হাজিরা দেখানো হয়। এমনকি, যারা গেল বছর বয়স্ক শিক্ষা নিয়েছে এবারও তাদের নিয়ে কেন্দ্র চালানো হচ্ছে। সেতু সংস্থার একজন শিক্ষক জানায়, তাদের রাতের হারিকেনে জ্বালানি খরচ বাবদ ২২৫ টাকা না দিয়ে ১০ লিটার কেরোসিন কিনে দেয় দেড়শ' টাকা দিয়ে, বাকী টাকা আত্মসাৎ করে। কলারোয়ায় কোন এনজিও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার ২শ' টাকার এক পয়সায় কাউকে দেয় না।

সাস, সেতু এনজিও শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা কেটে নেয় জেলা সমন্বয়কারীকে ঘুষ দেয়ার নাম করে।

জালালাবাদ, ভাদিয়ালী, জয়নগরে অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র থাকার কথা এনজিওগুলো জানালেও নির্দিষ্ট দিনে কোনও কেন্দ্রে শিক্ষা বা শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই অবস্থার ফলে কলারোয়ায় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ। এভাবে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যে সময় কলারোয়াকে নিরক্ষর মুক্ত ঘোষণা করা হবে, তখনও হাজার হাজার নিরক্ষর মানুষের আবাসস্থল থাকবে কলারোয়ায়।